



এস ই এল বার্তা



www.sel.com.bd

The Structural Engineers Ltd. এর মুখপত্র

e-mail : info@sel.com.bd

আল-কুরআনের বাণী



“হে ইমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে কেউ কারো সম্পদ গ্রাস করো না; কিন্তু পরস্পর সম্মত হয়ে ব্যবসা করতে পারো।”

- সূরা নিসা, আয়াত- ২৯

আল-হাদীসের বাণী



হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- “যে দেহ হারাম মাল দ্বারা লালিত-পালিত তা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। বরং জাহান্নামই এর জন্য উপযুক্ত ঠিকানা।”

- বায়হাকী শরীফ

মূল্যায়ন

‘এস.ই.এল. কোয়ালিটি ও কমিটমেন্ট এর মাধ্যমে আমার আস্থা অর্জন করেছে।’



ডাঃ এ.টি.এম. নজরুল ইসলাম
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ
সম্মানিত ল্যান্ডওনার
‘নিকোতন নাইস’ এ্যাপার্টমেন্ট

‘এস.ই.এল. একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।’



ডাঃ আরমান ইবনে হক
রেজিস্টার, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ
সম্মানিত ল্যান্ডওনার
‘এস.ই.এল. ডু-বেল উত্তরা’ এ্যাপার্টমেন্ট

‘এস.ই.এল. গ্রাহকদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলে।’



প্রফেসর ফারুক
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
সম্মানিত ল্যান্ডওনার
‘এস.ই.এল. কৃত্তিকা’ এ্যাপার্টমেন্ট

কংক্রিট ব্লক ব্যবহার

পরিবেশ রক্ষায় ইটের বিকল্প নিয়ে ভাবতে হবে

ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ

শিল্পায়নের ফলে দেশে ইটের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহর থেকে গ্রাম সবখানেই ইটের প্রচুর চাহিদা। নির্মাণ শিল্পের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ইটের চাহিদাও বেড়ে চলেছে। সেই সাথে বেড়ে চলেছে ইটভাটা। ইটভাটাপ্রাঙ্গণে অভিযাত্রায় বেড়ে যাওয়ার আমাদের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। ইটভাটার ইট তৈরিতে আমরা বহুস্থায়ী সমস্যার সন্মুখীন হচ্ছি। প্রথমতঃ আমরা কৃষি জমি হারাচ্ছি। দ্বিতীয়তঃ আমরা উর্বর মাটি হারাচ্ছি।

সরকারি হিসাব মতে, সারাদেশে বর্তমানে ৭,০০০ অধিক ইটভাটা রয়েছে, যেখানে ইট প্রস্তুতের জন্য কমপক্ষে ১২৭ কোটি ঘনফুট মাটির প্রয়োজন হয়। এই মাটির বেশিরভাগই ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ অর্থাৎ কৃষি জমির উপরিভাগ থেকে উত্তোলন করা হয়ে থাকে। এমনিতেই বর্তমানে অপরিষ্কৃত কৃষি কাজের জন্য মাটির গুণাগুণ দিনে দিনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাটির স্বাস্থ্য আজ হুমকির সন্মুখীন। কৃষি কাজের উপযোগী একটি আদর্শ মাটিতে শতকরা ৫ ভাগ জৈব পদার্থের উপস্থিতি থাকার কথা। কিন্তু আমাদের দেশের বেশিরভাগ মাটিতে এর পরিমাণ স্থানভেদে গড়ে শতকরা একভাগের কম রয়েছে। আর এ জৈব পদার্থই ফসল উৎপাদনের পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে থাকে। জৈব পদার্থের এ পরিমাণ শুধুমাত্র মাটির উপর্যুপরি বিদ্যমান থাকে। যতই নিচের দিকে যাওয়া যায় ততই জৈব পদার্থের পরিমাণ আশ্রয় কমেতে থাকে। ইটভাটার জন্য যে মাটি উত্তোলন করা হয় সেগুলোর সবটাই মাটির উপরিভাগ থেকে নেয়া হয়, যার কারণে পতিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

আর এর সাথে পরিবেশ ও মানুষের ক্ষতিতো আছেই। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ইটভাটার কাঁচা ধোঁয়ায় বেশি ক্ষতি হয় বয়স্ক ও শিশুদের। এতে ফুসফুসের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট ও ঠাণ্ডাজনিত বিভিন্ন রোগসহ অ্যালার্জি দেখা দেয়। কৃষি উৎপাদন ও গাছপালায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাজনক হয়। আমাদের দেশে দ্রুতগতিতে নগরায়নের ফলে এসব ইটভাটা হতে প্রতিবছর কমপক্ষে দেড় হাজার কোটি পিস ইটের প্রয়োজন হয়। তথ্য মতে, বিগত ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চার বছরে এর পরিমাণ প্রতিবছর ২-৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ ইটভাটায় ইট পোড়াতে প্রায় ২২ লাখ টন কয়লা ও ১৯ লাখ টন কাঠ পোড়ানো হয়ে থাকে। কলে বছরে ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টন খনি হাউস গ্যাস নিঃসরণ হয়ে থাকে। কাঠ পুড়িয়ে শুধু যে ক্ষতিকর ধোঁয়া উৎপন্ন করে পরিবেশ নষ্ট করে থাকে তাই নয়, এতে জ্বালানির এই কাঠ সংগ্রহের জন্য উজাড় করা হচ্ছে বনজঙ্গল। কাজেই এখানেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মোট ভূ-ভাগের শতকরা যে ২৫ ভাগ বনভূমির প্রয়োজন হয়, সেটা ধ্বংস করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশের প্রচলিত আইনে কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানোর নিয়ম আছে। কিন্তু এ নিয়মটি সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না। তাছাড়া কষ্টজীর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করতে হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে ইটের ব্যবহার নেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতেও ইটভাটা নিয়ন্ত্রণে আত্মত্যাগ করে।



বিদ্যমানের এ সময়ে পরিবেশ রক্ষায় ইটের বিকল্প নিয়ে ভাবতে হবে। উন্নত বিশ্বে ইটের বিকল্প হিসেবে কংক্রিট ব্লক ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের দেশে কংক্রিট ব্লক ব্যবহার ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি সর্বসাধারণের অস্বপ্নেরই অভ্যাস। কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করলে এতে লোনা ধরে না, ডাম্প হয় না সর্বোপরি এটি স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব। তাছাড়া এটি অগ্নি, তাপ ও শব্দ প্রতিরোধক।

এখানেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় মোট ভূ-ভাগের শতকরা যে ২৫ ভাগ বনভূমির প্রয়োজন হয়, সেটা ধ্বংস করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশের প্রচলিত আইনে কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানোর নিয়ম আছে। কিন্তু এ নিয়মটি সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না। তাছাড়া কষ্টজীর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করতে হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোতে ইটের ব্যবহার নেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতেও ইটভাটা নিয়ন্ত্রণে আত্মত্যাগ করে।

অঘোষিত অর্থে এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের বিশেষ সুবিধা

মোহাম্মদ মাহফুজুল আরিফ

কালো টাকা - সাদা টাকার দ্বন্দ্ব যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। আসলে অবৈধভাবে অর্জিত টাকাই কালো টাকা। আর বৈধভাবে অর্জিত কিন্তু হস্তান্তর ঘোষণা করা হয়নি এ ধরনের টাকাকে সক্রিয়কার অর্থে কালো টাকা বলা যায় না। যেমন- বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের উপার্জিত টাকা ব্যাংকিং চ্যানেলে না পাঠিয়ে অন্যভাবে পাঠানো, জমি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বিক্রয় মূল্য এবং দলিল মূল্যের মধ্যে ব্যবধান আবার কর্মকাল শেষে বিদেশ থেকে দেশে ফেরার সময় অথবা ছুটিতে দেশে আসার সময় পকেটে করে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে নিয়ে আসা ইত্যাদি, যা আয়কর বিবরণীতে কখনোই প্রদর্শন করা হয় না।

বিগত বাজেটে সরকারের দেয়া সুবিধা অনুযায়ী এই অপ্রদর্শিত অর্থ দিয়ে যে কেউ বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয় করতে পারেন। তার জন্য আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ‘১৯বিবিবিবিবি’ ধারা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ করা হবে না।

মূল বিষয় :

আমাদের ধারণা যে, এ্যাপার্টমেন্ট/ফ্ল্যাট এর ক্রয় মূল্যের উপর ভিত্তি করে কর দিতে হয়। এই ধারণায় আমরা আয়-কে অঘোষিত বা অপ্রদর্শিত রাখি এবং আত্মকে থাকি। মূলতঃ ফ্ল্যাটের দাম ও কর দেয়ার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪-এর ‘১৯বিবিবিবিবি’ ধারা অনুযায়ী এ্যাপার্টমেন্ট এর দাম যাই হোক না কেন আপনাকে আয়কর দিতে হবে নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক প্রতি বর্গমিটারে নির্দিষ্ট হারে।

দ্বিতীয় পাতায় দেখুন।

শুভেচ্ছা



ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ

আলহামদুলিল্লাহ-সমস্ত প্রশংসা পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালায়, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞান দিয়েছেন, আকল দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন। সে জন্য আল্লাহপাকের দরবারে লাখো শোকরিয়া।

১৯৮৩ থেকে ২০১৬ দীর্ঘ তেরিশ বছর। অনেক চড়াই উড়েছি। পেরিয়ে এসেই এল আবাসন খাতে আজ একটি বহুল আলোচিত নাম। এটা সম্ভব হয়েছে এসেই এল এর প্রতি সম্মানিত জমির মালিক ও ফ্রেতাবন্দের অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা এবং অল্প কোম্পানিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেই সাথে প্রকল্পে কর্মরত বিরাট সংখ্যক কর্মী বাহিনীর একগুঁড়া ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে। তাই আমি আমার অন্তরের অন্তর থেকে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমাদের ব্যবসার অন্যতম সহযোগী সরবরাহকারীবৃন্দ আমাদের উপর আস্থা রেখে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে আবাসন খাত বেখানে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত, অনেকেই যখন কাজ-কর্ম বন্ধ করে

দ্বিতীয় পাতায় দেখুন।



Quality comes first, Profit is its logical sequence



আবাসন মেলা' ২০১৬

তারিখ: ০৬-০৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ | সময়: সকাল ১০টা-১২টা ও ৩টা
স্থান: SEL সেন্টার (২য় তলা), প.হা.প. সিকা

এ আকর্ষণীয় মূল্য ছাড়া!
এর প্রতি ফ্ল্যাটে
প্যাকেজ মূল্য!

চম্পতি প্রকল্প সমূহঃ

উত্তরা, ডালপান, বনানী, বসুন্ধরা, ব্রহ্মচালি, ট্রিক্স, স্যামসী, গোথ হিলস
লালমুড়িয়া, ধানমন্ডি, কল্যাণনগর, গ্রীন রোড, সেন্ট্রাল রোড, ইন্টার রোড, মাদিগঙ্গা
ইকোট, পশ্টার, বক্সী বাজার, পোশারিয়া, সাগর, কুইন্স, যুগা ও চট্টগ্রাম



The Structural Engineers Ltd.

ইটলাইন ০৯৬৬৬ ৭৭ ৩৩ ৪৪

Corporate Office:
SEL Centre 29 Btr. Utam Gazi Nuruzaman, Sheron, 7bed Park/Bapush
Chakra-265, Phone: 911972, e-mail: info@sel.com.bd
Comilla Office:
SEL Fakana Jahansira Tower, P. ০৬-৫২৪ ৪ ৪৩১, Kar. Cirpar, Comilla
Cell: 01811 459947, 01919 501611, 01811 450269



www.sel.com.bd

facebook.com/thestructuralengineersbd

শুভেচ্ছা

(প্রথম পাতার পর)

দিয়ে বসে আছেন, সেখানে আজ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। আমাদের সরবরাহকারীদের নিরলস সহযোগিতা ছাড়া এটা কোন অবস্থাতেই সম্ভব হতো না।

অন্য সময়ে সেখানে প্রতি মাসেই পাওনা পরিশোধ করা হতো সেখানে এখন প্রতি মাসেও তা পারছি না। তারপরও অদ্যাবধি কোন সরবরাহকারী আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তাই তাদের প্রতিও আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

অন্যদিকে যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে আমাদের সহায়তা দিয়েছেন তাদের প্রতিও আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে সকলের কাছে দোয়া কামনা করছি যাতে অতীতের ন্যায় আগামী দিনগুলিতেও আমাদের সকল ওয়ানা যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারি।

অঘোষিত অর্থে এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের বিশেষ সুবিধা

(প্রথম পাতার পর)

কিভাবে বিনিয়োগ করবেন :

অর্থ আইন ২০১৩ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর '১৯বিবিবিবিবি' ধারার বিধান অনুযায়ী একজন করদাতার আবাসিক প্রয়োজনে এ্যাপার্টমেন্ট/ফ্ল্যাট এর অবস্থানভেদে করের হার নিম্নরূপ-

নং	এলাকা ভিত্তিক বাড়ি/এ্যাপার্টমেন্ট এর অবস্থান	আয়কর (বর্গমিটার)	করের হার
১.	চলমান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিবিল না/এ, দিল্লীপা বা/এ	২০০ বর্গমিটারের মধ্যে হলে	প্রতি বর্গমিটার ৫,০০০/-
		২০০ বর্গমিটারের অধিক হলে	প্রতি বর্গমিটার ৭,০০০/-
২.	ঢাকা : ধানমন্ডি আ/এ, ডিওএইচএস, মহাশী, লালমাসিরা হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বনুদারা আ/এ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, কারওয়ান বাজার, বিজয়নগর, সেগুনবাগিচা এবং মিরুঙ্গা। চট্টগ্রাম : পাটলাইশ, খুলশি, অহম্মাদ এবং নন্দীরাবাদ	২০০ বর্গমিটারের মধ্যে হলে	প্রতি বর্গমিটার ৪,০০০/-
		২০০ বর্গমিটারের অধিক হলে	প্রতি বর্গমিটার ৫,০০০/-
৩.	ক্রমিক নং- ১ ও ২ এ বর্ণিত এলাকা ছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকায়	২০০ বর্গমিটারের মধ্যে হলে	প্রতি বর্গমিটার ২,০০০/-
		২০০ বর্গমিটারের অধিক হলে	প্রতি বর্গমিটার ৩,০০০/-
৪.	জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভা	২০০ বর্গমিটারের মধ্যে হলে	প্রতি বর্গমিটার ১,০০০/-
		২০০ বর্গমিটারের অধিক হলে	প্রতি বর্গমিটার ১,৫০০/-
৫.	অন্যান্য এলাকায়	২০০ বর্গমিটারের মধ্যে হলে	প্রতি বর্গমিটার ৭০০/-
		২০০ বর্গমিটারের অধিক হলে	প্রতি বর্গমিটার ১,০০০/-

অঘোষিত অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়সমূহ :

* যে বছর রেজিস্ট্রেশন সমাপ্ত হয়েছে সে বছরের সাথে সংশ্লিষ্ট কর বছরে এরূপ বিনিয়োগ প্রদর্শন করতে হবে।

* কোন করদাতা যদি ইতোপূর্বে দেশের যে কোন সিটি করপোরেশন এলাকায় কোন এ্যাপার্টমেন্ট এর মালিক হন তাহলে এ পদ্ধতিতে নতুন কোন বিনিয়োগের ঘোষণা প্রদান করলে ঐ করদাতাকে এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সারণী অনুযায়ী প্রদেয় করের অতিরিক্ত ২০% কর প্রদান করতে হবে।

* পরিপত্র-১(আয়কর)/২০১৩ এর শর্ত মোতাবেক অর্জিত অর্থ এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যাবে না।

* বিনিয়োগ সংক্রান্ত কর প্রদানের এ বিধানটি ঐচ্ছিক।

* বাণিজ্যিক বাড়ি বা এ্যাপার্টমেন্ট এর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদর্শন করা যাবে না।

[সূত্র : পরিপত্র-১(আয়কর)/২০১৩]

সুতরাং অঘোষিত অর্থে যে কোন মূল্যের একটি এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করলেই বেশী কর দিতে হবে তা নয়, কর দিতে হবে উপরোল্লিখিত প্রতি বর্গমিটার কর হার অনুযায়ী, দাম বাই হোক না কেন।

আয়কর ২০১৩ সালে অধ্যাদেশ-১৯৮৪-এ নতুনভাবে সংযোজিত '১৯বিবিবিবিবি' ধারার বিষয়সমূহ বিবেচনার দ্বারা এবং আয়কর আইনজীবির সাথে পরামর্শক্রমে আপনি আপনার অঘোষিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আপনার সারা জীবনের স্বপ্ন- খুব সহজেই একটি এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করতে পারেন।

এস.ই.এল. নির্মাণ কাজের

গুণগতমান রক্ষায় যে সকল কার্যক্রম

নিয়মিত পরিচালনা করে

মোঃ ওয়ানিউর রহমান

ডিজিএম (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন)

০১। **Quality Control Circle (QCC)** : আমাদের নির্মাণাধীন প্রতিটি প্রকল্পে একটি করে "কোয়ালিটি কন্ট্রোল সার্কেল" কাজ করছে। প্রতিটি সার্কেলের সদস্য সংখ্যা ৩ থেকে ১০ জনের মধ্যে। চলমান কাজের প্রতি ট্রেডের ওয়ার্কীরদের সমন্বয়ে এই সার্কেল গঠিত। কোয়ালিটি কন্ট্রোল সার্কেল মূলতঃ নিজ নিজ কর্মস্থলের সমস্যা নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ সার্কেলের সদস্যগণ প্রকল্পের চলমান কাজের সমস্যা চিহ্নিত করে উক্ত সমস্যার বিশেষণ করে (কারণ, ও উপ-কারণ নির্ণয়) একটি সুস্পষ্ট সমাধান নির্ণয় করেন এবং তা Management Review Committee (MRC) এর মাধ্যমে অনুমোদন নিয়ে Implement করেন। QCC চর্চার ফলে আমাদের প্রত্যেক কর্মীর আত্মোন্নয়ন, কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক উন্নয়ন, সকল কাজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং মান উন্নয়ন অব্যাহত আছে।

০২। **5-S (5-স)** কার্যক্রম : সদা-সর্বদা নিরাপদ এবং সাজানো-গছানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং মনোরম একট কর্মস্থল অর্জনের নিমিত্তে প্রায় সেভ যুগ ধরে আমাদের প্রতিটি প্রকল্পে 5-S (৫-স) কার্যক্রমের চর্চা অব্যাহত আছে। ফলে আমাদের প্রকল্প সমূহে দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে, মালমালার অপচয় কমেছে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং কর্মস্থলে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

০৩। **KAIZEN (কাইজেন)** : প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজ প্রতিষ্ঠানের পণ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কখনো বিনা খরচে অথবা অতি অল্প খরচে অথবা খরচ কমিয়ে প্রযুক্তির পরিবর্তন এনে প্রতিটি প্রোডাক্ট এর মান ভালো থেকে আরও ভালো বা উন্নত থেকে উন্নততর অর্থাৎ প্রতিটি প্রোডাক্ট এর মান ক্রম উন্নতি অব্যাহত রাখার প্রয়াসে QCC এবং 5-S চর্চার পাশাপাশি আমাদের নির্মাণাধীন সকল প্রকল্পে KAIZEN (কাইজেন) এরও ব্যাপক চর্চা করে যাচ্ছে। ফলে আমাদের প্রতিটি পণ্য হচ্ছে টেকসই, ব্যবহার উপযোগী এবং মানানসই।

০৪। **Quality Improvement Team (QIT) Ges 5-S (5-স) Visiting Team** : উপরোক্ত কার্যক্রমসমূহ (QCC, 5-S এবং KAIZEN) আরও বেগবান এবং সদা-সর্বদা সচল রাখার প্রয়াসে এবং প্রতিদিন মূল্যায়নের জন্য Quality Improvement Team (QIT) এবং 5-S (৫-স) Visiting Team নামে বর্তমানে মোট ৫টি টিম মার্চ পর্যায়ের কাজ করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে উক্ত টিমগুলি গঠিত। প্রতিটি টিমে ৩ জন করে সদস্য। নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে Monthly Visit Programe অনুযায়ী প্রতি মাসে প্রতিটি প্রকল্প একবার করে পরিদর্শন করা হয়।

০৫। **Pre-Handover Inspection Team** : নির্মাণাধীন প্রতিটি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হবার পর চূড়ান্ত হস্তান্তরপূর্ব পরিদর্শনের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম কাজ করে আসছে। যেটি Pre-Handover Inspection Team নামে পরিচিত। উক্ত টিমে একজন কনভেনার (পরিচালক ও বিউটিফিকেশন টিম প্রধান), একজন যুগ্ম কনভেনার - জিএম (মার্কেটিং এন্ড ফাইন্যান্স), একজন সদস্য সচিব - এজিএম (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ও সদস্য সচিব, কিউআইটি এবং ৫-স ভিজিটিং টিম) ও দুই জন সাধারণ সদস্য; যার একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ আর্কিটেক্ট (আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ডিপার্টমেন্ট) এবং অন্যজন এজিএম (কন্ট্রোল এন্ড ইন্স্যুরেন্স) পদসমূহ নিয়ে গঠিত। উক্ত টিমের সুপারিশক্রমেই প্রকল্প চূড়ান্ত হস্তান্তরের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

সভা-সেমিনার-অডিট-প্রশিক্ষণ

ইঞ্জিঃ মোঃ হাফিজুর রহমান, পি.ইঞ্জ.

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (এস.ই.এল) এর সার্বিক কর্মকাণ্ডের গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন- জেনারেল মিটিং, এম.আর.সি.মিটিং, প্রি-কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস্ স্টেইটাস মিটিং, ইন্টারনাল কোয়ালিটি অডিট, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এই সকল কার্যক্রমই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতার গত ১লা নভেম্বর, ২০১৬ তারিখ, বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের ৯ম তলায় সভা করে Bi-Monthly General Meeting, August-2016 এবং 44th MRC Meeting অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত মিটিংয়ে প্রকল্পসমূহে কর্মরত সকল প্রকৌশলী এবং প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখা/বিভাগীয় প্রধানসহ তালিকাভুক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভেই, পরিচালক (কোরিগরি) এবং ম্যানেজমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ (এম.আর) গত মিটিংয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করেন। অন্তর্গত উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উন্মুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে চলমান প্রকল্পসমূহসহ প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সমস্যাগুলি এবং উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। সবশেষে, উল্লেখিত আলোচনাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক সার্বিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক নানাবিধ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আপনিও লিখুন

এস.ই.এল পরিবারের সদস্য হলে আপনিও লিখতে পারেন 'এস.ই.এল বার্তা'য়। জানাতে পারেন আপনার এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সফলতার কথা।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

এস.ই.এল বার্তা
এস.ই.এল সেন্টার (৩য় তলা)
২৯, বীর উত্তম কাজী নুরজ্জামান সড়ক
পশ্চিম পাছপথ, ঢাকা-১২০৫।
e-mail : selbarta@gmail.com

Quality comes first, Profit is its logical sequence

Celebrating 33 years in construction and real estate

নির্মাণ ও আবাসন শিল্পে SEL এর ৩৩ বছর পূর্তি

আমাদের এ অর্জন সকল গ্রাহক, ল্যান্ডওনার, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক সরবরাহকারী, ঠিকাদার ও SEL পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দের। আজকের এ দিনে আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

SEL SINCE 1983
A House of Total Quality, Trust & Faith
The Structural Engineers Ltd.
SEL Centre, 29, West Panthapath, Dhaka-1205
Phone: 9116572 (6 Lines), e-mail: info@sel.com.bd, www.sel.com.bd

ISO 9001:2008

নতুন প্রকল্প উদ্বোধন ও মিলাদ



গত আগস্ট ১১, ২০১৬ইং তারিখে প্লট নং- ২৩/১, রোড নং- ০৩, শ্যামলী, ঢাকাস্থ “এস.ই.এল. ফাছুনকারা” নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। এ উপলক্ষে উক্ত প্রকল্পে মিলাদ ও দু’আ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর মাননীয় পরিচালক (কারিগরি) মহোদয়সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



গত অক্টোবর ২৯, ২০১৬ইং তারিখে প্লট নং- ১২৩, রোড নং- ০৪, ব্লক- এফ, বনানী, ঢাকাস্থ “এস.ই.এল. খায়ের প্যালেস” নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। এ উপলক্ষে উক্ত প্রকল্পে মিলাদ ও দু’আ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর মাননীয় পরিচালক (কারিগরি) মহোদয়সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



গত নভেম্বর ১৭, ২০১৬ইং তারিখে প্লট নং- ২৬২/১ ও ২৬২/২, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকাস্থ “এস.ই.এল. সাত্তার’স প্রাইড” নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। এ উপলক্ষে উক্ত প্রকল্পে মিলাদ ও দু’আ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প হস্তান্তর ও পরিচিতি অনুষ্ঠান



গত আগস্ট ১৮, ২০১৬ইং তারিখে বাড়ি নং- ২৫, রোড নং- ১৫, ধানমন্ডি, ঢাকায় “এস.ই.এল. শেলী” নামক আবাসিক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



গত সেপ্টেম্বর ০৬, ২০১৬ইং তারিখে প্লট নং- ৪৭/২, ইন্দিরা রোড, রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকায় “এস.ই.এল. ইসমাইল সলিটোর” নামক আবাসিক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



গত সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৬ইং তারিখে প্লট নং- আই-৪, লেন-০১, ব্লক-সি, সেকশন-১৩, মিরপুর, ঢাকায় “এস.ই.এল. হক ক্যাসেল” নামক আবাসিক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রাহক, ল্যান্ডওনার ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর



গত নভেম্বর ০৩, ২০১৬ইং তারিখে প্লট নং- ১৬, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকায় “এস.ই.এল. জাকারিয়াহ্” নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তিনামা দলিল স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ল্যান্ডওনারগণ ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



গত নভেম্বর ১৬, ২০১৬ইং তারিখে প্লট নং- ২৯, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকায় “এস.ই.এল. সাদেক ভিলেজ” নামক আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য চুক্তিনামা দলিল স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ল্যান্ডওনারগণ ও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



এস.ই.এল. এর কোয়ালিটি সম্পর্কে আমার ধারণা উঁচু মানের

ডক্টর শাহানারা হোসেন

অধ্যাপিকা (অবঃ)

সম্মানিত ল্যান্ডওনার, 'স্প্রিং ব্রিজ' এ্যাপার্টমেন্ট

ডক্টর শাহানারা হোসেন। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। পিতার চাকুরির সুবাদে শৈশবের স্মৃতিময় সময় কাটে কলকাতায়। কলকাতার 'রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন গার্লস হাই স্কুল' এ অধ্যয়ন শেষে 'ঢাকা মুসলিম গার্লস হাই স্কুল' থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। ইউএন কলেজ থেকে আইএ পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে। ১৯৫৭ সালে বিএ (অনার্স) এবং ১৯৫৮ সালে এমএ ডিগ্রী অর্জন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য লন্ডনে গমন করেন। তিনি লন্ডন থেকে পুনরায় এমএ ডিগ্রী অর্জন করে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি সিনিয়র লেকচারার হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সম্মানের সাথে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা শেষে ২০০২ সালে অধ্যাপক পদে কর্মরত অবস্থায় অবসরে যান। তিনি ২০১৩-২০১৪ সালে ইউজিসি'র সম্মানসূচক অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাস বিষয়ে তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬টি। তিনি এস.ই.এল. এর প্রকল্প "স্প্রিং ব্রিজ" এর সম্মানিত ল্যান্ডওনার। এস.ই.এল. এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ে তার সাথে কথা বলেছেন- আমানুল্লাহ নোমান

এস.ই.এল বার্তা : এস.ই.এল এর সাথে পরিচয়ের সূত্রপাত সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডক্টর শাহানারা হোসেন : বিখ্যাত আর্কিটেক্ট মাহবুবুল হক সাহেব আমার পরিচিত ছিল। তার স্ত্রীর সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল। মাহবুবুল হক সাহেবের কাছে বাড়ি উন্নয়ন করার পরামর্শ চাইলে তিনি এস.ই.এল ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। এভাবেই এস.ই.এল. এর সাথে আমাদের পরিচয়।

এস.ই.এল. বার্তা : ডেভেলপার হিসেবে এস.ই.এল-কে কেন পছন্দ করলেন?

ডক্টর শাহানারা হোসেন : ইঞ্জিঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের সাথে কথা বলে ভালো লেগেছে। তার কথায় আমরা আস্থার জায়গা খুঁজে পেয়েছি। এছাড়াও বিখ্যাত আর্কিটেক্ট মাহবুবুল হক সাহেবের সার্টিফিকেটের আবেশ। তিনি বলেছেন আমার দেখা মতে ইঞ্জিঃ আব্দুল আউয়াল একজন বেস্ট মানুষ। আপনারা সাচ্ছন্দে আউয়ালের কাছে যেতে পারেন। মূলত এসবকিছু মিলিয়ে এস.ই.এলকে পছন্দ করা।

এস.ই.এল. বার্তা : এস.ই.এল. কোয়ালিটি ও কমিটমেন্ট সম্পর্কে কিছু বলুন।

ডক্টর শাহানারা হোসেন : এস.ই.এল. এর কোয়ালিটি সম্পর্কে আমার ধারণা উঁচু মানের। আর কমিটমেন্ট সম্পর্কে বলার কিছু নেই। আমার বাড়িটি যে সময়ে হ্যান্ডওভার করার কথা

ছিল নির্ধারিত সে সময়ের পূর্বেই হ্যান্ডওভার করেছে। এটা সাধারণত অনেকে করেন। অনেক বছর ধরে আমরা এখানে বাস করছি। কিন্তু কোন সমস্যা নেই। স্ট্রাকচার বলেন আর অন্য কোন বিষয় বলেন এসব নিয়ে আমাদের কোন অভিযোগ নেই বরং প্রশংসা রয়েছে।

এস.ই.এল বার্তা : এস.ই.এল. কেন বিক্রেতা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে।

ডক্টর শাহানারা হোসেন : এস.ই.এল. এর কমিটমেন্ট পরিপূরণ করার জন্য তাদের যে প্রচেষ্টা এটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। এছাড়াও স্টাফদের ব্যবহার ও আন্তরিকতা আমার কাছে ভালো লেগেছে।

এস.ই.এল বার্তা : এস.ই.এল এর জন্য আপনার পরামর্শ কী?

ডক্টর শাহানারা হোসেন : ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে ভবনগুলো তৈরি করা। বিশেষ করে বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য সকল প্রকল্পেই আলাদা জায়গা রাখার ব্যবস্থা করা। সর্বোপরি এস.ই.এল. এখনো তাদের যে কোয়ালিটি অব্যাহত রেখেছে তা ধরে রাখতে পারলে এস.ই.এল. আরও বহুদূর এগিয়ে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এস.ই.এল বার্তা : আপনার মূল্যবান সময় আমাদের দেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ডক্টর শাহানারা হোসেন : এস.ই.এল. পরিবারকে আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

শীত বস্ত্র বিতরণ



দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (এস.ই.এল) এর উদ্যোগে দিনাজপুরস্থ শীতার্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এস.ই.এল. এর পক্ষে দিনাজপুরের 'ঈদগাহ বালিকা' উচ্চবিদ্যালয় এর মাননীয় প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ ফজলুল হক (ভানে) শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা



দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (এস.ই.এল) এর প্রধান কার্যালয়ে "Emotional Intelligence for Business Success and Life Fulfillment" এর উপর দুই দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে এস.ই.এল. এর মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক ও WSDA এর উদ্বর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন নিউজিল্যান্ড ভিত্তিক ট্রেনিং একাডেমি "Workplace Skills Development Academy of New Zealand (WSDA)"।

সামাজিক কার্যক্রম



"আপনার শহরকে পরিষ্কার রাখুন" এই শ্লোগানের আলোকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০নং ওয়ার্ড এর পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ (এস.ই.এল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহারস্বরূপ ২০নং ওয়ার্ড কমিশনার জনাব মোঃ নাসির এর কাছে ০৫ (পাঁচ)টি ভ্যান গাড়ি হস্তান্তর করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এস.ই.এল. এর উদ্বর্তন কর্মকর্তাগণসহ ২০নং ওয়ার্ড এর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

SEL Auditorium

SEL Centre, 29, West Panthapath, Dhaka-1205

- Seminar
- Meeting
- Workshop
- Training
- AGM
- Ifter Party
- EGM
- Cultural Prog.
- Conference
- Product Launching
- Press Conference



Cell: 01847 005 790